দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থে

চারদিক থেকে রপ্তানিভিত্তিক উন্নয়নের ধুয়া উঠছে। দেশী-বিদেশী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'এক্সপোর্ট অর ডাই।' রপ্তানি বাড়াতে না পারলে আমরা মারা পড়ব। শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের জন্য আমাদের দেশী বাজার অত্যন্ত ছোট। তাই যে কোন শিল্পের উৎপাদন বাড়াতে হলে তাকে রপ্তানিমুখী করতে হবে। দেশী শিল্পের বিকাশ এবং দুঃসহ বেকারত্বের অবসান ঘটাতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই। এসব লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের কোন কোন শিল্পকে ক্রমবর্ধমান হারে রপ্তানিমুখী করার তোড়জোড় চলতে থাকলেও এ ব্যাপারে আমাদের প্রকাশনা শিল্পের প্রতি বড় কর্তাদের নজর পড়েছে বলে মনে হয় না।

দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে বেসরকারী খাতে প্রকাশনা শিল্পের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এই শিল্প আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতাও অর্জন করে ফেলেছে; কিন্তু প্রকাশনা শিল্পের উৎপাদন উপকরণের ব্যাপারে করশুল্ক নীতি, নানা আমলাতান্ত্রিক বাধা-বিপত্তি এবং সীমিত বাজার এই শিল্পের সম্ভাবনাময় বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পকে রপ্তানিমুখী করার প্রাথমিক কাজগুলোতে এখনও হাত দেয়া হয়নি।

উন্নত দেশগুলোতে প্রকাশনা ব্যয় বেশি হওয়াতে গার্মেন্টস্ শিল্পের মত বই-পুস্তক পত্রপত্রিকার প্রকাশনার কাজগুলোও উন্নয়নশীল দেশে চালান দেয়া হচ্ছে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, হংকং, ভারতসহ অনেক দেশই এসব কাজ লুফে নিচ্ছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক আয়োজন থাকলেও সরকারের পশ্চাৎমুখী নীতির জন্য প্রকাশনার কাজগুলো আমরা ধরতে পারছি না।

প্রকাশনার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো অভ্যন্তরীণ বাজারে কাগজের চড়া দাম। আন্তর্জাতিক বাজার দরের দ্বিগুণ। আমাদের করশুল্ক নীতির এমনি বলিহারি মহিমা যে, আমাদের দেশে উৎপাদিত কাগজ ভারত আমদানি করে তা অনেক কম দামে তাদের বাজারে ছাড়তে পারে। আমাদের প্রকাশকরা আমাদের মিলগুলোর অদক্ষতা-দুর্নীতি এবং সরকারী করশুল্কের খাঁই মিটিয়ে চড়া দামে কাগজ কেনে। ফিল্ম, কালি ও অন্যান্য মুদ্রন উপকরণ আমাদের আমদানি করতে হয়। শুল্ক ও করনীতির দরুণ আমদানির ব্যয় পড়ে চড়া। ফলে আমরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারি না।

বিদেশী বই ছাপিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যে সম্ভব সে ব্যাপারটা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। সম্প্রতি আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের পাতায় দেখা গেল যে, আমদানিকৃত কাগজে ৫০০ রুপী খরচে ভারতে মুদ্রিত কোরআন শরীফ মধ্যপ্রাচ্যে ২০০০ রুপীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। মুদ্রণ প্রযুক্তিতে আমরা ভারত থেকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কাজ আমরা করতে পারছি না।

আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অদক্ষতা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। তাই বলে আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ থেমে থাকতে পারে না। প্রকাশনা শিল্পকে রপ্তানিমুখী করতে হলে রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত প্রকাশনা ও মুদ্রণের সকল উপকরণ বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। গার্মেন্টস্ শিল্পের ক্ষেত্রে যা সম্ভব প্রকাশনা শিল্পের জন্য তা করার ক্ষেত্রে বাধা থাকার কথা নয়। অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে প্রকাশনা শিল্পও সেসব সুযোগ-সুবিধার দাবি রাখে।

সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে বিনিয়োগযোগ্য টাকা-পয়সার অভাব নেই। আমরা যতদূর জানি, প্রকাশনা শিল্পে উদ্যোক্তারও অভাব নেই। অভাবটা হলো সরকারী বাধা ও বিধিনিষেধ দূর করার উদ্যোগের। রপ্তানিভিত্তিক প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ হলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যও কম খরচে ভাল প্রকাশনা সম্ভব হবে। রপ্তানিমুখী প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থে প্রকাশনা ও মুদ্রণ উপকরণের দেশী উৎপাদনকারীরাও দক্ষতা অর্জন করার পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

দেশের বহু অদক্ষ শিল্পের পেছনে আমাদের অর্থ ও জনবল ক্ষয় হচ্ছে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা নানা ধরনের সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অথচ সম্ভাবনাময় প্রকাশনা শিল্প এখনও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। রপ্তানিমুখী শিল্পোন্নয়নের জন্য এই খাতটিকে অবহেলা করার অবকাশ নেই।